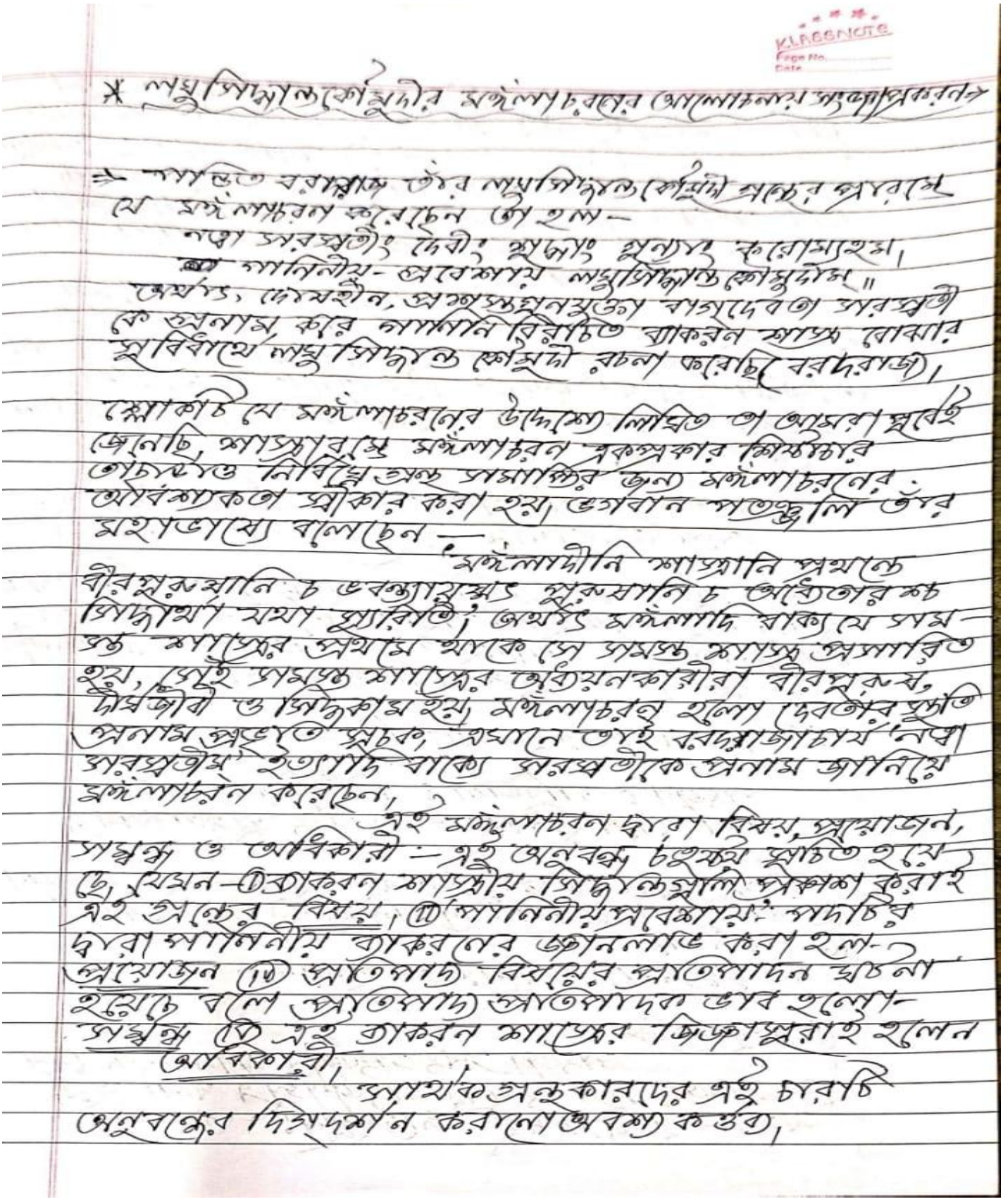

* লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদীর মঙ্গলাচরণের আলোচনায় সংজ্ঞাপ্রকরণ

⇒ পণ্ডিত বরদরাজ তাঁর লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থের প্রারম্ভে যে মঙ্গলাচরণ করেছেন তা হল—

নত্বা সরস্বতীং দেবীং শুদ্ধাং গুণ্যাং করোম্যহম্।
পাণিনীয়-প্রবেশায় লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদীম্॥

অর্থাৎ, দোষহীন, প্রশস্তগুণযুক্তা বাগ্‌দেবতা সরস্বতীকে প্রণাম করে পাণিনি বিরচিত ব্যাকরণ শাস্ত্র বোঝার সুবিধার্থে লঘুসিদ্ধান্ত কৌমুদী রচনা করেছি (বরদরাজ)।

শ্লোকটি যে মঙ্গলাচরণের উদ্দেশ্যে লিখিত তা আমরা পূর্বেই জেনেছি, শাস্ত্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ একপ্রকার শিষ্টাচার। তাছাড়াও নির্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্তির জন্য মঙ্গলাচরণের আবশ্যকতা স্বীকার করা হয়, ভগবান পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে বলেছেন —

'মঙ্গলাদীনি শাস্ত্রাণি প্রথন্তে বীরপুরুষাণি চ ভবন্ত্যায়ুষ্মৎপুরুষাণি চ অধ্যেতারশ্চ সিদ্ধার্থা যথা স্যুরিতি', অর্থাৎ মঙ্গলাদি বাক্য যে সমস্ত শাস্ত্রের প্রথমে থাকে সে সমস্ত শাস্ত্র প্রসারিত হয়, সেই সমস্ত শাস্ত্রের অধ্যয়নকারীরা বীরপুরুষ, দীর্ঘজীবী ও সিদ্ধকাম হয়, মঙ্গলাচরণ হলো দেবতার স্তুতি প্রণাম প্রভৃতি সূচক, এখানে তাই বরদরাজাচার্য 'নত্বা সরস্বতীম্' ইত্যাদি বাক্যে সরস্বতীকে প্রণাম জানিয়ে মঙ্গলাচরণ করেছেন।

এই মঙ্গলাচরণ দ্বারা বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও অধিকারী — এই অনুবন্ধ চতুষ্টয় সূচিত হয়েছে, যেমন— (i) ব্যাকরণ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশ করাই এই গ্রন্থের বিষয়, (ii) 'পাণিনীয়প্রবেশায়' পদটির দ্বারা পাণিনীয় ব্যাকরণের জ্ঞানলাভ করা হল— প্রয়োজন (iii) প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিপাদন ঘটনা হয়েছে বলে প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক ভাব হলো— সম্বন্ধ (iv) এই ব্যাকরণ শাস্ত্রের জিজ্ঞাসুরাই হলেন অধিকারী।

সার্থক গ্রন্থকারদের এই চারটি অনুবন্ধের দিগ্‌দর্শন করানো অবশ্য কর্তব্য।

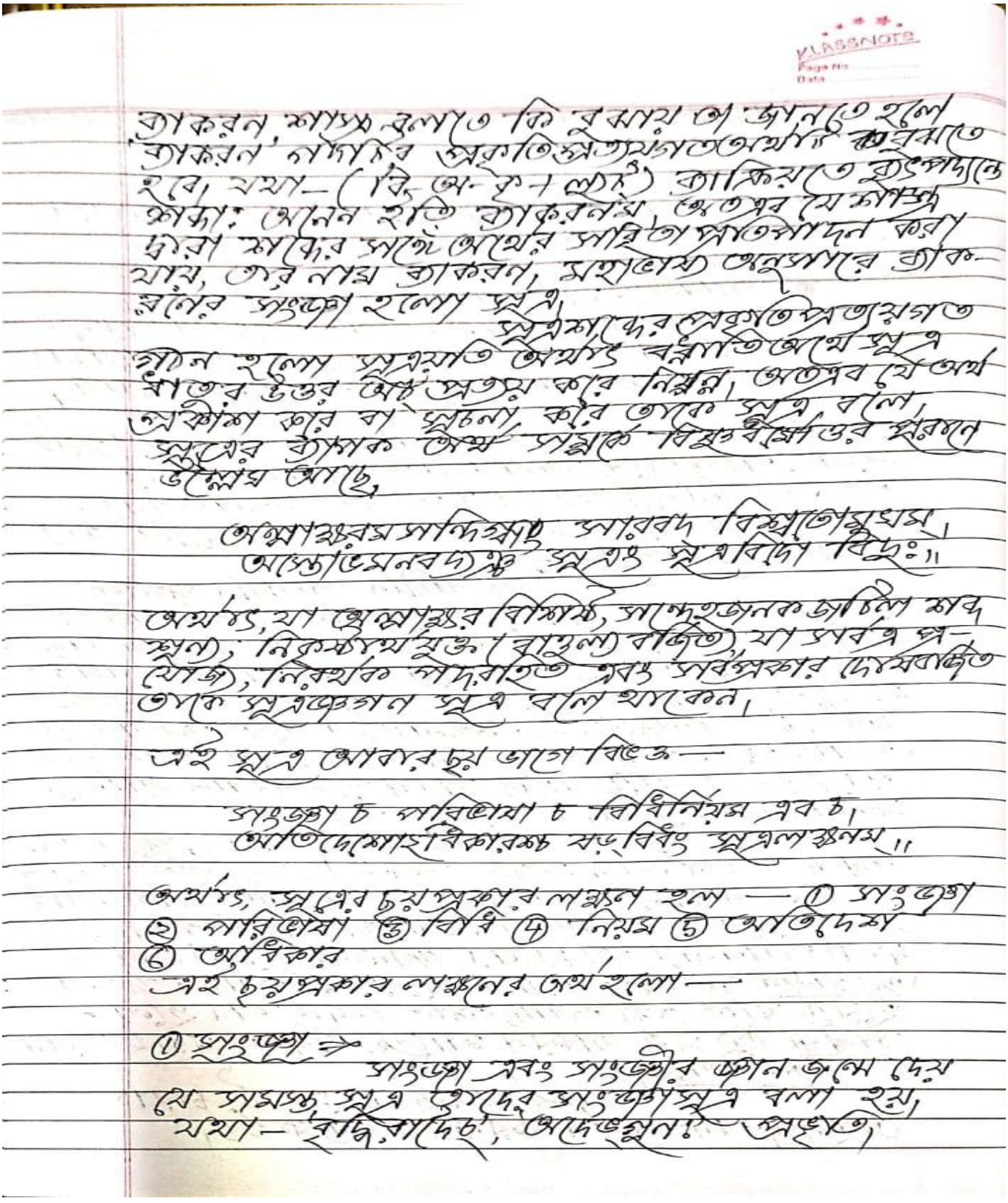

ব্যাকরন শাস্ত্র বলতে কি বুঝায় তা জানতে হলে 'ব্যাকরন' শব্দটির প্রকৃতিপ্রত্যয়গত অর্থটি বুঝতে হবে, যথা— (বি- আ- কৃ + ল্যুট্) ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা: অনেন ইতি ব্যাকরনম্, অতএব যে শাস্ত্র দ্বারা শব্দের সাথে অর্থের সাহিত্য প্রতিপাদন করা যায়, তার নাম ব্যাকরন, মহাভাষ্য অনুসারে ব্যাকরনের সংজ্ঞা হলো সূত্র,

সূত্রশব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয়গত গ্যান হলো সূত্রয়তি অর্থাৎ বর্ণনাতি অর্থে সূত্র ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন, অতএব যে অর্থ প্রকাশ করে বা সূচনা করে তাকে সূত্র বলে, সূত্রের ব্যাপক অর্থ সম্পর্কে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে উল্লেখ আছে,

অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥

অর্থাৎ, যা অল্পাক্ষর বিশিষ্ট, সন্দেহজনক জটিল শব্দ শূন্য, নিকৃষ্টার্থ যুক্ত (বাতুল্য) বর্জিত, যা সর্বত্র প্রযোজ্য, নিরর্থক পদরহিত এবং সর্বপ্রকার দোষবর্জিত তাকে সূত্রজ্ঞগন সূত্র বলে থাকেন,

এই সূত্র আবার ছয় ভাগে বিভক্ত—

সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এব চ।
অতিদেশোহধিকারশ্চ ষড়্বিধং সূত্রলক্ষনম্॥

অর্থাৎ, সূত্রের ছয়প্রকার লক্ষন হল — ① সংজ্ঞা ② পরিভাষা ③ বিধি ④ নিয়ম ⑤ অতিদেশ ⑥ অধিকার

এই ছয়প্রকার লক্ষনের অর্থ হলো—

① সংজ্ঞা ⇒ সংজ্ঞা এবং সংজ্ঞীর জ্ঞান জন্মে দেয় যে সমস্ত সূত্র তাদের সংজ্ঞাসূত্র বলা হয়, যথা— 'বৃদ্ধিরাদৈচ্', 'অদেঙ্গুন!' প্রভৃতি,

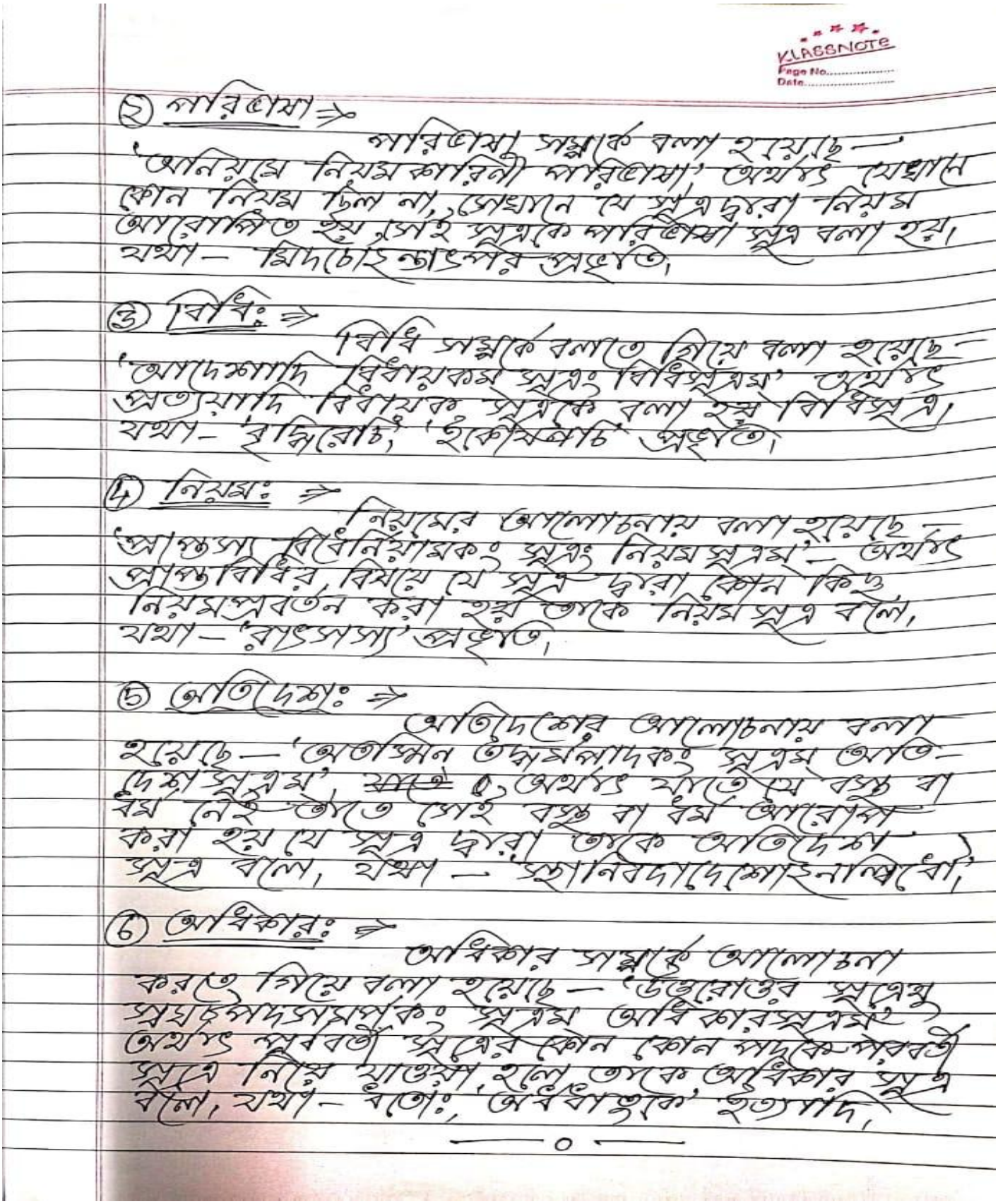

KLASSNOTE
Page No.
Date.

② পরিভাষা ⇒

পরিভাষা সম্পর্কে বলা হয়েছে — 'অনিয়মে নিয়মকারিণী পরিভাষা' অর্থাৎ যেখানে কোন নিয়ম ছিল না, সেখানে যে সূত্র দ্বারা নিয়ম আরোপিত হয়, সেই সূত্রকে পরিভাষা সূত্র বলা হয়, যথা— মিদচোঽন্ত্যাৎপর প্রভৃতি,

③ বিধিঃ ⇒

বিধি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে — 'আদেশাদি বিধায়কম্ সূত্রং বিধিসূত্রম্' অর্থাৎ প্রত্যয়াদি বিধায়ক সূত্রকে বলা হয় বিধিসূত্র, যথা— 'বৃদ্ধিরেচি', 'ইকোযণচি' প্রভৃতি,

④ নিয়মঃ ⇒

নিয়মের আলোচনায় বলা হয়েছে — 'প্রাপ্তস্য বিধের্নিয়ামকং সূত্রং নিয়মসূত্রম্' — অর্থাৎ প্রাপ্তবিধির বিষয়ে যে সূত্র দ্বারা কোন কিছু নিয়মপ্রবর্তন করা হয় তাকে নিয়ম সূত্র বলে, যথা— 'রাৎসস্য' প্রভৃতি,

⑤ অতিদেশঃ ⇒

অতিদেশের আলোচনায় বলা হয়েছে — 'অতস্মিন্ তদ্ধর্মলাদকং সূত্রম্ অতিদেশসূত্রম্', ~~যথা~~, অর্থাৎ যাতে যে বস্তু বা ধর্ম নেই তাতে সেই বস্তু বা ধর্ম আরোপ করা হয় যে সূত্র দ্বারা তাকে অতিদেশ সূত্র বলে, যথা— 'স্থানিবদাদেশোঽনল্বিধৌ',

⑥ অধিকারঃ ⇒

অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে — 'উত্তরোত্তর সূত্রেষু স্বযত্পদসমর্পকং সূত্রম্ অধিকারসূত্রম্' অর্থাৎ পরবর্তী সূত্রের কোন কোন পদকে পরবর্তী সূত্রে নিয়ে যাওয়া হলে, তাকে অধিকার সূত্র বলে, যথা— ধাতোঃ, 'আর্ধধাতুকে' ইত্যাদি,

— o —